যুগান্তর

তারিখ 10 APR 2009
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষানীতি প্রণয়নে নূতন উদ্যোগ

অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে আহ্বায়ক করিয়া শিক্ষানীতি প্রণয়নে নূতন যেই কমিটি গঠন করা হইয়াছে, উহা এই ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখিতে সক্ষম হইবে বলিয়াই প্রত্যাশা। শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন পূর্ববর্তী সরকারও শিক্ষানীতি প্রণয়নে অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। 'রিভিউ কমিটি'র মাধ্যমে উহার সুপারিশ কাটছাঁট করিয়া চূড়ান্ত করা হয় শিক্ষানীতি। কিন্তু তাহারা উহা বাস্তবায়ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম সরকার ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে যেই শিক্ষা কমিশন গঠন করিয়াছিল, উহার রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়াই কার্যক্রম পরিচালনা করে উল্লিখিত কমিশন। এখন বলা হইতেছে, নবগঠিত কমিটি খুদা ও হক কমিশনের রিপোর্টকে 'যুগোপযোগী' করিবার লক্ষ্যেই কাজ করিবে। শিক্ষানীতি প্রণয়নে গঠিত কমিশন বা কমিটিকে ইতিপূর্বে সরাসরি দিকনির্দেশনা দেওয়া না হইলেও প্রতিটি সরকারের রাজনৈতিক মনোভাব উহার কার্যক্রমকে কমবেশি প্রভাবিত করিয়াছে। উহাতে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা ও বাস্তবসম্মত সুপারিশ প্রদান কতটা সম্ভবপর হইয়াছে বলা কঠিন। যথাসময়ে কিংবা বিলম্বে হইলেও প্রতিটি শিক্ষা কমিশনই তাহাদের সুপারিশ সংবলিত রিপোর্ট প্রদান করিয়াছে। সমস্যা হইল, সরকার উহার ভিত্তিতে নীতি গ্রহণ করিয়া তাহার বাস্তবায়নে আগ্রহী হয় নাই কখনও। শিক্ষানীতির ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার বদলে কাজটি করা হইতেছে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে। উহাতে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলিতেছে না। রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিষয়টি স্বীকারও করে; কিন্তু সুযোগ পাইলেও ঘাটতি পূরণে সচেষ্ট হয় না। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট ক্ষমতায় আসিবার পর ঘোষণা করা হইয়াছিল, একটি উপযুক্ত শিক্ষানীতি প্রণয়নে তাহারা এইবার সচেষ্ট হইবেন। কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণাকালে শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন, ইহা হইবে 'স্থায়ী শিক্ষানীতি'। বাস্তবতা হইল, হক কমিশনের সুপারিশের আলোকে যেই উপায়েই হউক— একটি শিক্ষানীতি প্রণীত হইয়াছিল। নূতন কমিটি গঠনের মধ্য দিয়া স্পষ্ট যে, বর্তমান সরকারও উহাতে সন্তুষ্ট নহে। সময়ান্তরে সকল কিছুই উপযোগী করিয়া লইতে হয়। শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে ইহা আরও বেশি করিয়া সত্য। ক্রমে আধুনিক করিয়া তুলিবার জন্য আমাদের একটি শিক্ষানীতি প্রয়োজন। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকিলে বিপুলভাবে নির্বাচিত একটি সরকার এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হইবে বৈকি। 'রুটিন ওয়ার্ক' বিবেচনা না করিলেই এই ক্ষেত্রে অগ্রগতি হইবে। নবগঠিত শিক্ষা কমিটিকে সুপারিশ প্রদানের জন্য তিন মাসের সময় দেওয়া হইয়াছে। অভিজ্ঞতার নিরিখে বলা যায়, তাহাদের আরও সময় লাগিবে। সরকার হয়তো ভাবিতেছে— খুদা ও হক কমিশনের রিপোর্টের আলোকে অগ্রসর হওয়াই যেহেতু নূতন কমিটির কাজ, তাই পূর্বের ন্যায় অধিক সময় তাহাদের না দিলেও চলিবে। শিক্ষানীতি প্রণয়নে এই পর্যন্ত যেই সকল কমিশন ও কমিটি গঠিত হইয়াছে, নবগঠিত কমিটি নিজ দায়িত্বে তাহাদের সকল রিপোর্টই পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে পারে। শিক্ষাবিদসহ বিশিষ্টজনেরা অনেক মেধা ও শ্রম ব্যয় করিয়াই রিপোর্টসমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন। দুইটি বাদে আর কোন রিপোর্ট হইতে কিছু গ্রহণের নাই— এইরূপ হইতে পারে না। শিক্ষানীতি প্রণয়নে চলিয়া আসা এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতেই বরং বাহির হইয়া আসা প্রয়োজন। যত রাজনৈতিক মতপার্থক্যই থাকুক, এই ক্ষেত্রে কিছুটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা গেলেও আমরা অনেকটা পথ আগাইতে পারিতাম। নবগঠিত শিক্ষা কমিটিতে যাহাদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ কম থাকিলে সেই ঘাটতি পূরণ করা যাইবে। কমিটিতে নূতন সদস্য নিয়োগে বাধা নাই। কমিটি এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেই কাহারও সহিত আলোচনাও করিতে পারে। ৩৮ বৎসরের একটি স্বাধীন দেশে শিক্ষানীতি প্রণয়নের সহিত সংশ্লিষ্টরা ভবিষ্যৎমুখী হইবেন নিশ্চয়ই। ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণে সক্ষম মানবসম্পদ গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যকে তাহাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হইবে। শিক্ষা পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চলমান বিতর্কসমূহের গ্রহণযোগ্য নিষ্পত্তিও হইতে হইবে তাহাদের সুপারিশে। সার্বভৌম সংসদ এই ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখিবে বলিয়াই প্রত্যাশা।